

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই 'ম'-এর নারী-শিক্ষা

Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion. অর্থাৎ, আইনের পাথরে জেলখানা তৈরি আর ধর্মের ইটে বেশ্যালয়। —আর্নল্ড জোসেফ টয়নবি (১৮৮৯-১৯৫৭)

বলা হয়, কোরান, পুরাণ, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, তৌরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আছে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান, তাবৎ মানব জাতির কল্যাণ আর কল্যাণ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আর বর্তমান বাস্তবতা প্রমাণ করে ঠিক তার উল্টো। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসীই নিরলঙ্কভাবে দাবি করেন একমাত্র তার ধর্মই সাম্যবাদী, তার ধর্মই সহিষ্ণুতা, মানবতা ও ন্যায় বিচারের শিক্ষা দেয়; অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জগতে ধর্মের নামে যত অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা, বর্বরতা, জঘন্যতা, রক্তপাত, নিপীড়ন, শোষণ, অবদমন, অধিকারহরণ, বঞ্চনা, জাতিনির্যাতন, গোষ্ঠীনির্যাতন, নারীনির্যাতন, শিশুনির্যাতন, শ্রমশোষণ, যৌনশোষণ সংঘটিত হয়েছে—আর কোনো কিছুর কারণে এরূপ অমানুষিক, বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়নি। মুসলমানের 'আল্লাহ', হিন্দুর 'ভগবান'কে ভালবাসার কোনো কারণ নেই, তেমনি হিন্দুর 'ভগবান', খ্রিস্টানের 'গড' বা মুসলমানের 'আল্লাহ'কে ভালবাসতে পারে না। জেহোভা যেমন ইহুদিজাতিকে একমাত্র মনোনীত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পয়গম্বর মুহাম্মদও আরাফাতের ময়দানে বিদায়ে-হজের শেষ ভাষণে একই কথা বলেছেন; কোরানেও এমন কথা বলা হয়েছে : “মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য যাদের অভ্যুত্থান হয়েছে।” (সূরা ৩, আল-ইমরান, আয়াত ১১০)। আসলে ধর্মগ্রন্থসমূহে আল্লাহ-ভগবান-গডের যে স্বরূপ আমরা দেখতে পাই এতে তিনজনকেই নিষ্ঠুর ঘাতক মনে হয়। অনুসারীরা তাদেরকে তৈরি করার পর থেকে তারা একে অন্যকে উৎখাত করার জন্য তুলকালাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ অবধি তিনজনই বহাল তবিয়তে টিকে আছেন। তাদেরকে 'খুশি' রাখার জন্যে প্রতি বছরই পৃথিবীর নানা স্থানে ভাঙতে হচ্ছে মসজিদ-মন্দির, ভাঙতে হচ্ছে বৌদ্ধমূর্তি, যাত্রী ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে টুইন টাওয়ারে, স্লেচ্ছ নিধন করতে হচ্ছে গুজরাটে। মানব ইতিহাসের কলঙ্ক মধ্যযুগের ক্রুসেডে নিহত হয়েছেন অগণিত খ্রিস্টান ও মুসলমান। ইউরোপে তৌরাত শরিফের Exodus (হিজরত)-এর ২২:১৮ এবং Leviticus (লেবিয়)-এর ২০:২৭ নম্বর শ্লোকের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে 'ভূতগ্রস্ত' অনেক নর-নারী ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আবার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ৭নং ঋকসহ আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের শ্লোকের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নির্মম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সতীদাহ, সহমরণে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী বলিদান হয়েছে চিতার 'পবিত্র' অগ্নিতে। বিধবা প্রথার কল্যাণে অগণিত যুবতী নারী হয়েছেন পতিতা, করেছেন আত্মহত্যা।

আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হিন্দুদের ভগবান মনু ও মুসলমানদের নবী মুহাম্মদের দৃষ্টিতে নারীর অবস্থান মূল্যায়ণ। নারী বিষয়ে এই দুই 'ম' (মনু ও মুহাম্মদ)-এর ধারণায় মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। যদিও মনু ছিলেন শুধুই একজন চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারক, বিধায় নারী বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল একমাত্রিক; পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছিলেন একজন বিচক্ষণ সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাই সব বিষয়েই মুহাম্মদের (দঃ) ধারণা ছিল বহুমাত্রিক। সে জন্যেই মুহাম্মদের (দঃ) কথায়, কর্মে ও হাদিসসমূহে স্ববিরোধী বক্তব্য নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রফেট মুহাম্মদের বক্তব্য-আচরণে নারী সম্পর্কে মাঝেমাঝে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নজরে এলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নারী সম্পর্কে কঠোর পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বিভিন্ন ইসলামি-চিন্তাবিদ বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য, 'একটা হাদিস আরেকটা হাদিসকে সমর্থন করে না' অভিযোগে কিছু হাদিসকে দুর্বল (জয়িফ) আর কিছু হাদিসকে সবল বলে থাকেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একজন চতুর এবং দক্ষ রাজনীতিবিদের এরকম পদক্ষেপ নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

যেকোনো দেশের-কালের সমাজব্যবস্থা কতটুকু উন্নত, কতটুকু মানবিক, কতটুকু গণতান্ত্রিক তা পরিমাপ করতে হলে যেমন উৎপাদকের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক, শাষক-শোষিতের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়, শোষিতদের জীবনমান নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তেমনি সেই সমাজব্যবস্থায় বা কালে নারীর অবস্থান কোথায়, সমাজপতিরা নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে না আসলে, কোনো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সমাজব্যবস্থা কতটুকু মানবিক ছিল তাও বুঝা যায় না। পুরুষ কর্তৃক ধর্মীয় ব্যবস্থা বহাল রাখার অন্যতম কারণ অবাধ নারীভোগ। নারীকে জগতের কোনো ধর্মই 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করেনি, করেছে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নারীজাতি' শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই দুর্বল, অক্ষম, অপরিপক্ষ, বুদ্ধিহীন, অসংযত। তাই স্বামী শুধু তার স্ত্রীর দেহের মালিকই নয়, স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত টাকা-পয়সা এমন কি তার বাপের

বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সম্পত্তিরও মালিক।¹ যদিও আমাদেরকে জন্মের পর থেকে শোনানো হয়, মস্তিষ্কের ভিতর একেবারে চিরতরে গাঁথে দেবার চেষ্টা করা হয় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো অপৌরুষেয়; এগুলো ঈশ্বরের (আল্লাহ-ভগবান-গড) বাণী। ঈশ্বরই নারী-পুরুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের অনুসারীর সংখ্যাই সর্বাধিক। হিন্দুরা মনুকে ভগবান মানে, হিন্দু আইনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মনুসংহিতা আর মুসলমানদের কাছে মুহাম্মদ হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী-পয়গম্বর-রসূল; যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন : “Muhammad is the real face of Allah.” কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়। অনেক মুসলমানই দেখেছি মোটামুটি আল্লাহর সমালোচনা-নিন্দা সহ্য করে ফেলেন, কিন্তু প্রফেট মুহাম্মদের নিন্দা তো অনেক দূরের কথা, কোনো কারণে প্রফেট মুহাম্মদ সম্পর্কে সামান্য সমালোচনা কিংবা ভিন্নমত প্রকাশ খুবই বিপদজনক ব্যাপার; ঘাড়ে দুটো মাথা না থাকলে এ ধরনের দুঃসাহস দেখানোটা বোকামি! যাহোক মূল আলোচনায় যাই, ইসলাম ধর্মীয় ভাষ্য মতে আল্লাহর ‘ওহি’ জিব্বারাইল মারফত নবী মুহাম্মদের কাছে এসেছে যা অনেক আগেই লেখা হয়েছিল এবং রক্ষিত ছিল লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে। পনেরশত বছর আগের এই কথিত আল্লাহর ‘ওহি’ হলো কোরান শরিফ, আর পয়গম্বর মুহাম্মদের জীবনাচরণ, বক্তব্য, দর্শন হলো হাদিস। যা আজকে সারা পৃথিবীর প্রায় একশত কোটি মুসলমানদের ঈমানের স্তম্ভ, এবং মুসলিম আইনের ভিত্তি। তাই এই দুই ধর্মের নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই দুই ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে ‘নারী’ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে সেটা দেখতে হবে। প্রথমেই আমরা দেখি হিন্দুদের কথিত ভগবানের মর্যাদা পাওয়া ব্রাহ্মণ মনু ‘নারী’ সম্পর্কে আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিস্তৃত আলোচনার সুবিধার্থে হিন্দু ধর্মের আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের ‘নারী’ সম্পর্কে ভাষ্যটিও জেনে নিব।² চতুর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রায়ই বলে থাকেন মনুসংহিতা হচ্ছে মানবধর্মশাস্ত্র। সেই মানবধর্মশাস্ত্রে ‘নারী’ সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন³ (নবম অধ্যায়, চৌদ্দ নম্বর শ্লোক; সংক্ষেপে ৯:১৪) :

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

অর্থাৎ, স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাঝেই সম্ভোগ করিতে চায়।

মনু বলেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে (৫:১৫৪) :

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

অর্থাৎ, পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধবী স্ত্রীকর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

আর স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্মপ্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় (৫/১৬৪)। স্ত্রীর আগে স্বামী মারা গেলে মনু স্পষ্ট ঘোষণা দেন (৫/১৫৭) : “স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।” কিন্তু স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে মনুর নিয়মটি ঠিক উল্টো (৫/১৬৮-১৬৯) : “পূর্বে মৃত স্ত্রীকে অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আগুন দিয়ে (স্বামী) পুনরায় বিবাহ করবেন; বিবাহ করে আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহে বাস করবেন।” মানবধর্মের দারুন নমুনা!

আবার ঋকপুরাণের নাগরখণ্ডের ৬০ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে :

নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষতঃ
অশৌচং নির্ঘণত্বঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ।

অর্থাৎ, নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ ও নির্ঘণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজাত। ঋকপুরাণের এই শ্লোকের সাথে মিল রয়েছে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৩ নং শ্লোকের; সেখানে মনু বলেন, “স্বভাব এস নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্/অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥” অর্থাৎ নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা...!

¹ হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন : (ক) সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬। (খ) সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১। (গ) কঙ্কর সিংহ, *মনুসংহিতা এবং নারী*, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০৫।

² সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), *মনুসংহিতা*, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯) ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

অশৌচদের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের হাদিস শরিফে আছে, একবার ঈদুল ফিতরের দিনে কয়েকজন মহিলা নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: “হে রমণীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে দান-খয়রাত করো, কারণ আমি মেরাজের সময় জাহান্নাম ভ্রমণকালে দেখেছি দোজখের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী। একজন রমণী জিজ্ঞেস করেন—হে আল্লাহর নবী, কেন এমনটি হবে? নবীজি উত্তর দেন: ‘তোমরা নির্দয়, দ্রোহী। অভিশাপ করা ও স্বামীর অবাধ্যতা তোমাদের স্বভাব। ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় তোমাদের মতো নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান আর হয় না। তোমাদের কুটিলতায় একজন সৎপুরুষ চোখের পলকে অসৎ হতে পারে।’ একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেন—নবীজি আমরা ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধিমত্তায় নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান তার প্রমাণ কি? নবীজি উত্তর দেন: ‘আল্লাহপাক স্বাক্ষরিত ব্যাপারে তোমাদের দুইজনকে এক পুরুষের সমান করেছেন, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার প্রমাণ। তোমাদের মাসিক রক্তস্রাবের কারণে নামাজ পড়তে পারো না, রোজাও রাখতে পারো না, এটা কি তোমাদের অক্ষমতা নয়?’ (দ্রষ্টব্য: বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৬, নম্বর ৩০১)^২।

নবী মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোকদিগকে অপবিত্র, নাপাক ঘোষণা দিয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান-হাদিস স্পর্শ করতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ-রোজা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দোয়া দরুদ পড়তে বা ব্যবহারিক কোনো বস্তু বা স্বামী সেবা কিংবা তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে ভগবান মনু বলেন (৯:১৮):

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতঃ।

নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্থিয়োহনৃতমিত্তি স্থিতঃ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণসহ সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বেদ-স্মৃতি পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে কোনো অধিকার নেই। নারীরা মন্ত্রহীন, মিথ্যার ন্যায় অশুভ।

আবার মনু বলেন (৯:১৫):

পৌংশচল্যাচলচিত্তাচ নৈগ্গহ্যোচ্চ স্বভাবতঃ।

রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্তৃশ্বেতা বিকূর্বতে॥

সহজ বাংলা হচ্ছে পুরুষ দর্শনমাত্র স্ত্রীদের পুরুষের সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা জাগে এবং চিন্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবত হ্রেশূন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করে। ভগবান মনুর এই স্বর্গীয় বাণী স্ত্রী, মা, বোন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। পদ্মপুরাণে আরও উল্লেখ পাই (সৃষ্টিখণ্ড, ৯১ নম্বর শ্লোক): “দাসীং হাত্যা তু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ততে-কামার্তে/মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।” অর্থাৎ, শিবলিঙ্গ সেবিকা দাসী হরণ করলে চিরকাল নরক ভোগ হয়ে থাকে। কামার্ত হয়ে বরং মাতৃগমন করবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করবে না।

পয়গম্বর মুহাম্মদ (দঃ) কখনো কামার্ত হয়ে মায়ের সাথে সঙ্গমের অনুমতি দেন নাই, তবে সাময়িক-অস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। ঘটনাটা এরকম, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের এক অভিযানে যুদ্ধরত মুসলিম সৈনিকগণ সুদীর্ঘ ১৩ দিন নারীবাহিনী রজনী অতিবাহিত করার পর নবীজির কাছে এই বলে আবাদার করলেন: ‘আল্লাহর রসুল, কামজ্বালা আর সহ্য না, একটা বিহিত করুন।’ নবীজি দুটি শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি দিলেন; শর্তদ্বয় হলো: (১) যে মেয়ের সাথে অস্থায়ী বিয়ে চুক্তি হবে তাকে একটা কিছু (মূল্য বা মোহরানা) দিতে হবে, তা যতই ন্যূনতমমানের হোক। (২) তিন রাতের বেশি ঐ মহিলাকে রাখা যাবে না। অস্থায়ী বিয়ের ওপর হাদিস শরিফে অনেক হাদিস রয়েছে, সেখান থেকে শুধুমাত্র দুটো হাদিস এখানে ইংরেজিতে দেওয়া হলো:

Abdullah (b. Mas'ud) reported: “We were on an expedition with Allah's Messenger and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? The Prophet forbade us to do so. He then granted us permission that we should contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and 'Abdullah then recited this verse: 'Those who believe do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah does not like transgressors' (al-Qur'an, 5:87). (দ্রষ্টব্য: মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৪৩)। বুবা গেল শুধু মহানবী মুহাম্মদেরই নয় এতে মহান আল্লাহরও সম্মতি আছে।

^২ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahi Bukhari Hadith*, translated in English by Dr Muhammad Muhsin Khan; the internet version can be read at: <http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/index.html>

আরেকটি হাদিস দেখি :

Sabra Juhanni reported: “Allah's Messenger permitted temporary marriage for us. So I and another person went out and saw a woman of Bana 'Amir, who was like a young long-necked she-camel. We presented ourselves to her (for contracting temporary marriage), whereupon she said: What dower would you give me? I said: My cloak. And my companion also said: My cloak. And the cloak of-my companion was superior to my cloak, but I was younger than he. So when she looked at the cloak of my companion she liked it, and when she cast a glance at me I looked more attractive to her. She then said: Well, you and your cloak are sufficient for me. I remained with her for three nights, and then Allah's Messenger said: He who has any such woman with whom he had contracted temporary marriage, he should let her off.” (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৫২)। বাংলা হচ্ছে, হজরত সাবরা জোহানি (রাঃ) বলেন : “নবীজির অনুমতি পেয়ে আমি বনি সোলায়েম গোত্রের আমার এক বন্ধুকে নিয়ে মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আমরা বনু-আমির বংশের একজন সুন্দরী যুবতীর সম্মুখীন হলাম যার ছিল উষ্টীর মতো লম্বা গলা। আমরা তাকে অস্থায়ী (Temporary) বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাবে মহিলাটি জানতে চাইলো তাকে দেবার মতো আমাদের কি আছে? আমরা বললাম, গায়ের চাদর ব্যতীত আমাদের কিছুই নেই। আমার বন্ধুর চাদরখানি আমার চাদরের চেয়ে অতীব সুন্দর ও মূল্যবান ছিল তথাপি মেয়েটি আমাকেই গ্রহণ করলো। আমি তিনদিন মহিলার সাথে থাকার পর নবীজি আদেশ দিলেন, অস্থায়ী বিয়ের যাদের সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে তাদের মহিলাদিগকে ছেড়ে দেয়া হোক।” (দ্রষ্টব্য : সহি মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩, বুক ৮, নম্বর ৩২৫২)°।

এই হাদিসটি নিয়ে দুটি কথা বলতে চাই। দুইজন সাহাবি যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নারীর খোঁজে বেরিয়ে যান; আর অপরিচিত এক সুন্দরী যুবতীকে রাস্তায় পেয়ে দুইজনে একসাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাও দুই-তিন দিনের জন্যে। যে মহিলা জেনে শুনে এক টুকরা চাদরের মূল্যে তিন রাতের বিছানা-সজিনী হয় তাকে ‘বেশ্যা’ ছাড়া আর কি বলা যায়? আর তিন রাত সাধ মিটিয়ে যে মহিলাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সে অভাগিনীদের গর্ভে সাহাবিদের পবিত্র বীর্যে কি কোনো সাহাবি জন্ম নিয়েছিল? মর্ডান ইসলামিস্টগণ এই হাদিসের কী রকম ব্যাখ্যা দেন জানার আশা রইলো।

আরবি ভাষায় এই ধরনের অস্থায়ী বিবাহকে মু'তা বলা হয়। হিন্দু ধর্মের এক প্রকার বিবাহের নাম ‘নিয়োগ প্রথা’। এই দুই ধর্মের দুই প্রকার বিবাহের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা প্রায় অভিন্ন। পরবর্তীতে উভয় প্রথাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও ‘মু'তা’ বা অস্থায়ী বিবাহের সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী অনেক সাহাবি ছিলেন, তথাপি চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের যুগে মু'তা প্রথা অবৈধ হয়ে যায়। আর ‘নিয়োগ প্রথা’ হিন্দু মুনি পরাশর নিষিদ্ধ করে দেন। মু'তা বিবাহ ইসলাম ধর্মে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে। হজরত ইবনে আব্বাস, আব্দুল মালিক বিন রাবি, ইবনে আবু আমরাহ আল আনসারি, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইয়াহিয়া বিন মালিক প্রমুখ সাহাবিগণ মু'তা প্রথার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের ও হজরত আলি ইবনে আবু তালিবের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে তা টিকে থাকতে পারেনি। এক পর্যায়ে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের, ইবনে আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন : “আল্লাহর কসম আরেকবার এ কাজটি যে করবে আমি তাকে পাথর মেরে হত্যা করবো।” এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হজরত আলি বলেন, নবীজি খয়বরের যুদ্ধে অস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ‘নিয়োগ-প্রথা’ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা হবে, তার আগে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক :

স্কন্ধপুরাণ নাগরখণ্ডের ৬১ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে :

অশুবিষঃ ময়া-হোতা...বহির্ভাগে মনোরমাঃ ।

গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদেবহি॥

অর্থাৎ নারী জাতি সর্বদাই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাইরে মনোহর। নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর (ঠোঁট) আশ্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন (প্রহার) করা কর্তব্য। নারীর শুধু হৃদয়ে পীড়ন করাই নয়, শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোকে : “বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর

° Abu al-Hussain b. al-Hajjaj al-Qushairi Muslim, *Sahi Muslim Hadith*, translated in English by Abdul Hamid Siddiqui; the internet version can be read at : <http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/muslim/index.html>

কোনো অধিকার না থাকতে পারে”; বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন : “স্ত্রী স্বামীর সম্মোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে ‘কেনবার’ চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।” (দ্রষ্টব্য : ৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। নারীকে প্রহার করার জন্য নবী মুহাম্মদ (দঃ) কোরান শরিফের সুরা নিসায় একটু ঘুরিয়ে বলেছেন : “ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশ-জাহ্ননা ফাআ-জিহ্ননা ওয়াহজুর-হ্ননা ফি আলমাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহ্নন।” বাংলা হচ্ছে, নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতেও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো। (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)।

ইসলামে নারীকে পেটানোর আইডিয়াটা বোধকরি খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) আবিষ্কার। নারীর প্রতি হজরত ওমরের (রাঃ) চিরদিনের ক্রোধ লক্ষ্য করা যায় তার পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনায়। একবার হজরত হাফসাকে স্বীয় স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বেয়াদবি করার কারণে হজরত ওমর হাফসাকে মেরেই ফেলতেন, যদি না নবীজি তাকে বারণ করতেন। আবার একটি হাদিসে হজরত ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে : “নবীজি নারীকে পেটাতে নিষেধ করেছেন বহুবার কিন্তু একদিন হজরত ওমর (রাঃ) যখন নবীজির কাছে এসে বললেন যে, দেশের স্ত্রীগণ স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে তখনই আল্লাহর রসুল নারী পেটানোর এই আয়াত নাজিল করেন। সাথে সাথে অনেক মহিলা নবীজির পরিবারকে ঘিরে প্রতিবাদ জানান। নবীজি তাদেরকে বলেন, প্রতিবাদী নারী আল্লাহর অপছন্দ!” (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৪১)^৪। পরের হাদিসে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন : “নবীজি বলেছেন, নারীকে পেটানোর কারণে পুরুষকে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না।” (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৪২)। কারণ আল্লাহ তো আগেই বলে রেখেছেন : “পুরুষ নারীর কর্তা ও রক্ষক। আল্লাহ একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। যেহেতু পুরুষ তার উপার্জনের কিছু অংশ নারীর জন্য খরচ করে তাই নারীকে পুরুষের বাধ্য থাকা উচিত। আর তারাই উত্তম নারী যারা তাদের সতীত্ব হেফাজত করে চলে।” (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, মুহাম্মদের (দঃ) জীবনে দুইজন বিদ্রোহী রমণী তাঁকে জীবনের শেষপ্রান্তে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তাদের একজন হজরত আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা, আরেকজন হজরত ওমরের দুলালী হজরত হাফসা। সে আরেক ইতিহাস।

মনুসংহিতাতে মনু ষোষণা দেন (৯:৩) :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ষিক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীলোক (কখনও) স্বাধীনতার যোগ্য নয়। আবার একটু পরেই বলা হয়েছে (৯:৮৮) : “উৎকৃষ্টায়ান্তরুপায় বরায় সদৃশায় চ/অপ্রাপ্তমপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥” অর্থাৎ কুলে আচারে উৎকৃষ্ট, স্বজাতি ও স্বরূপী বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্য না হলেও তাকে যথা-বিধানে সম্প্রদান করিবে। ‘সম্প্রদান’ মানে কি? মানে হচ্ছে বস্ত্র বা মালের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বদল। নারী প্রথমে তার পিতার মাল এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর মাল। বিবাহিত নারীর ওপর তার স্বামীর আজীবন মালিকানা থাকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে তার মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে যায়। বাল্যবিবাহ বিধিসম্মত কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রমতে মহাপাপ।

নবী মুহাম্মদ নিজেই ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে বাল্যবিবাহ জায়েজ করে গেছেন। ‘সম্প্রদান’ ব্যাপারে হজরত আয়েশার উক্তি : “আল্লাহর রাসুল যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয়। আমার নয় বছর বয়সে নবীজি আমাকে তাঁর ঘরে তোলে নেন। শাওয়াল মাসের একদিন আমি আমার সঙ্গীদের সাথে খেলছিলাম। আমার মা উম্মে রুমান যখন আমার কাছে এসে চিৎকার করে ডাক দেন, আমি তখনও দোলনায় দোলছিলাম। মা আমাকে হাতে ধরে ধরে নিয়ে যান, আমি তখন গুন গুন করে গান গেয়েছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, মা আমাকে দিয়ে কি করতে চান। সকালে যখন আল্লাহর রসুল আসেন, মা আমাকে তাঁর হাতে ‘সম্প্রদান’ করেন।” (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯, ৩৩১০)।

হিন্দু ধর্মে নারীকে গুঞ্জাফল ও গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর ইসলাম ধর্মে তুলনা করা হয়েছে সম্পদ (মাল) ও উটের সাথে। প্রথমে নবী মুহাম্মদ যে নারীকে ‘সম্পদ’ (মাল) হিসেবে গণ্য করতেন, হাদিস শরিফ থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত :

^৪ Sulaiman Ibn al-Ash'as al-Sijistani, *Abu Dawud Hadith*, translated in English by Prof Ahmad Hasan; the internet version can be read at: <http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud>

Allah's Messenger (may peace be upon him) set out on an expedition to Khaibar and we observed our morning prayer in early hours of the dawn. The Apostle of Allah (may peace be upon him) then mounted and so did Abu Talha ride, and I was seating myself behind Abu Talha. Allah's Apostle (may peace be upon him) moved in the narrow street of Khaibar (and we rode so close to each other in the street) that my knee touched the leg of Allah's Apostle (may peace be upon him). (A part of the) lower garment of Allah's Apostle (may peace be upon him) slipped from his leg and I could see the whiteness of the leg of Allah's Apostle (may peace be upon him). As he entered the habitation he called: Allah-o-Akbar (Allah is the Greatest). Khaibar is ruined. And when we get down in the valley of a people evil is the morning of the warned ones. He repeated it thrice. In the meanwhile the people went out for their work, and said: By Allah, Muhammad (has come). Abd al-'Aziz or some of our companions said: Muhammad and the army (have come). He said: We took it (the territory of Khaibar) by force, and there were gathered the prisoners of war. There came Dihya and he said: Messenger of Allah, bestow upon me a girl out of the prisoners. He said: Go and get any girl. He made a choice for Safiyya daughter of Huyayy (b. Akhtab). There came a person to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said: Apostle of Allah, you have bestowed Safiyya bint Huyayy, the chief of Quraiza and al-Nadir, upon Dihya and she is worthy of you only. He said: Call him along with her. So he came along with her. When Allah's Apostle (may peace be upon him) saw her he said: Take any other woman from among the prisoners. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) then granted her emancipation and married her. Thabit said to him: Abu Hamza, how much dower did he (the Holy Prophet) give to her? He said: He granted her freedom and then married her. On the way Umm Sulaim embellished her and then sent her to him (the Holy Prophet) at night. Allah's Apostle (may peace be upon him) appeared as a bridegroom in the morning. He (the Holy Prophet) said: He who has anything (to eat) should bring that. Then the cloth was spread. A person came with cheese, another came with dates, and still another came with refined butter, and they prepared hais and that was the wedding feast of Allah's Messenger (may peace be upon him). (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১৪, বুক ৮, নম্বর ৩৩২৫) ।

উপরের এই হাদিস থেকে কিছু প্রশ্ন তোলা যায় । হাদিসের বর্ণনা থেকে দেখি গতরাত পর্যন্ত শাফিয়া ছিলেন একজন সম্মানিত গোত্রনেতার স্বাধীন-সুন্দরী কন্যা । তার ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, মা-বাবা সবই ছিল । পরের রাতে সর্বস্ব লুট করে তাকে বন্দী করে 'গনিমতের মাল' হিসেবে নবীজির হেরেমে নিয়ে আসা হলো কেন? মুহাম্মদ (দঃ) তার সাহাবিকে বল্লেন : 'বন্দীশালা থেকে যাকে পছন্দ হয় নিয়ে যাও ।' পরে আরেকজনের বেছে নেয়া নারীকে (শাফিয়া) নিজের পছন্দ হওয়ায় বলেন, 'ওকে নয়, অন্য কাউকে নিয়ে যাও ।' এতো দেখি, নারী 'মানুষ' নয়, গরুর হাটে বেচাকেনার গাভীর মত ব্যবহারিক সম্পদ, 'উপভোগ্য মাল' ।

মনুর দৃষ্টিতে সরাসরিই নারী ছিল গাভীর মতো । মনু বলেন (৯:৫০) : "যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমন পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্রীরই হয় ।" পরবর্তী শ্লোকে বলেন : "তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ/কুবর্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্॥" যদি কোনো স্ত্রীর স্বামীভিন্ন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বীজ বপন করে ঐ স্ত্রীর পতির অর্থ সৃষ্টি করে; যার বীজ সে ফল লাভ করে না । এর পরের শ্লোকে (৫২ নং) বলেন : "ফলস্তনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা/প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ যোনির্গরীয়সী॥" মানে হল, নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্রী (স্ত্রীর স্বামী) ও বীজী (সন্তানোৎপাদক) উভয়ের হবে বলে অভিসন্ধি না থাকলে উৎপাদিত সন্তান প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনীই প্রধান । উল্লেখ্য, 'নিয়োগ প্রথায়' স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো মনুসংহিতাসহ হিন্দু ধর্মের আরেক ধর্মগ্রন্থ মহাভারত অনুযায়ী বৈধ । মনুসংহিতায় বলা হয়েছে (৯:৫৯) : "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়া সম্যক্তু নিযুক্ত্যা/প্রজেষ্পিতাধিগন্তব্য সন্তানস্য পরিষ্কয়ে॥" অর্থাৎ সন্তানের অভাবে স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর অথবা অন্য যেকোনো সপিণ্ড হইতে অভিলাষিত সন্তান লাভ করিবে । আর কাশিরাম দাস কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্বে রয়েছে : "শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান । ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা (পরবর্তীকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন । এমতাবস্থায় তিনি স্বপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেন । ভীষ্মদেব ইতিপূর্বে কোনো কারণে জীবনে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন । তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । অনন্যোপায় হয়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (আরেক নাম বেদব্যাস) নামে যে তার (জারজ?)

সন্তান হয়েছিল তাকে আহ্বান করেন। কৃষ্ণদৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম দান করেন।^১

অন্যত্র মনু ভ্রাতৃবধুকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধুর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিংবা ভাইয়ের সন্তান না থাকলে ভ্রাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনের জন্য সঙ্গম করার কথাও বলা হয়েছে! (৯:৫৯)। মনুর ভাষ্যানুযায়ী তাহলে তো পরোক্ষভাবে মায়ের সাথেই সঙ্গম করা! আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। মনু বলেছেন (৯:৫৭):

ভ্রাতৃর্জেষ্ঠস্য ভাৰ্য্যা যা গুরুপত্ন্যানুজস্য সা ।
যবীয়সস্তু ভাৰ্য্যা যান্মা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী হলো, কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধৃতুল্য। এবার পুত্রোৎপাদনের জন্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য বিধবার সঙ্গে আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে পুত্রবধৃতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। বিষয়টি উল্টোভাবেও করা যায় যেমন, একজন সন্তানহীন বিধবা পুত্রোৎপাদনের জন্যে তার পুত্রতুল্য দেবরের সাথে এবং একজন সন্তানহীন বিধবা পিতৃতুল্য তার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে সঙ্গমের প্রস্তাব করতে পারবেন। এ বিশেষ সঙ্গমটি কিভাবে হবে তাও ভগবান মনু বলে দিয়েছেন (৯:৬০) : “বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাজ্ঞো বাগ্‌যতো নিশি/একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।” অর্থাৎ বিধবাকে নিযুক্ত হইয়া ঘৃতাজ্ঞ-শরীরে, মৌনতা অবলম্বন করতঃ, রাত্রিবেলা, একটিমাত্র পুত্রোৎপাদন করিবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদন করিবে না। গভীর অন্ধকারে পুত্রোৎপাদন করার জন্যে নিশিখ রাতের অর্থ বুঝা গেল কিন্তু নারীকে মৌনতা অবলম্বন আর তার শরীরকে ঘৃতাজ্ঞ করার মানেটা কি? মানে হতে পারে, নিঃসংকোচে যৌনকার্য চালিয়ে নিখুঁত সন্তান লাভ করা। তাইতো মহাভারতে আমরা দেখতে পাই^২ : বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যখন মহাপুরুষ বেদব্যাসকে নিয়োগ করা হয় তখন অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেছিল এবং অম্বালিকার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। ফলে অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ন ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত পাণ্ডুর জন্ম হয়। নবজাত পুত্রদ্বয়ের এই অবস্থা দেখে সত্যবতী খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি পুত্র বেদব্যাসকে অম্বিকা অথবা অম্বালিকার গর্ভে গন্ধর্বের মতো সুন্দর পুত্রোৎপাদনের জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই তাতে অসম্মতি জানান এবং উভয়ে পরামর্শক্রমে নিজেদের জৈনিক শূদ্রাণীকে (দাসী) জ্বালন্ধারে সুসজ্জিতা করতঃ অম্বিকার বিছানায় শয়ন করান। যেহেতু বেদব্যাসের সাথে সঙ্গমের সময় এই দাসীর মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ বা ভয় ছিল না অতএব তার গর্ভে এক সুন্দর পুত্রের জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় ‘বিদুর’। এখানে রাতের পর রাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার পরেও সে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ‘পুত্রবধু’, আর ওদিকে মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ তার পালক পুত্র জায়েদ জীবিত থাকাকালেই কথিত ‘আল্লাহর অনুমতি’ নিয়ে এসে পুত্রবধু জয়নাবকে বিয়ে করে তার সাথে আজীবন রতিক্রিয়া করেন।* (সূরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য নবী মুহাম্মদের পরে তাঁর কোনো উম্মত অদ্যাবধি এই ধরনের কাজ করেছেন বলে কখনো জানা যায়নি।

সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তার (নারীর) যৌনি অক্ষত থাকে! (৯:১৭৬)। কীভাবে সম্ভব? সম্ভব এভাবেই যদি ঐ নারীর কোনো নপুংসক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, অথবা বাগদত্তা কন্যার পতি মৃত হয়, কিংবা বিয়ের সাথে-সাথেই স্বামী মারা যায়, বা মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়! কিন্তু হায়, বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখটুকুও পরাশর মুনির সহিলো না। নিয়োগ প্রথা বা দেবরাদির দ্বারা সন্তানোৎপাদনের কাজ যতই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাকারজনক হোক না কেন, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের স্বাভাবিক শারীরিকচাহিদা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল।

^১ হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা-অজাচার-ব্যভিচার অথবা হিন্দু দেবতাদের সরস যৌনজীবন সম্পর্কে জানতে পাঠ করুন : (ক) মুসী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, *হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেব লীলা*, ঢাকা। (খ) আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, *শেষ নিবেদন*, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা।

^২ সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ১৪০৮, পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪১।

* নবীজির যৌনজীবন এবং ইসলামে কাম ও কামকেলি সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা আন্তর্জালে দেখুন : আবুল কাশেম, *ইসলামে কাম ও কামকেলি*, <http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/index.htm>

কিন্তু মহামুনি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেন না, তিনি তাঁর আইনে (পরাশর সংহিতা) ঘোষণা দিলেন, অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্নাস অবলম্বন, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে!

মহানবী মুহাম্মদ বলেন : “আদুনিয়া কুলুহুল মাতা ওয়া খাইরু মাতা-ইদুনিয়া আল-মারআ-তুসসালিহা।” বাংলা হচ্ছে, হে পৃথিবীর মানব জাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ; আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (মাল) তোমাদের আমলদার সতী নারী। (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৭, বুক ৮, নম্বর ৩৪৬৫)। উল্লেখ্য আরবি এই ‘মাতা’ শব্দটি বলতে সম্পত্তি, সম্পদ, সামগ্রী, বস্তু বা দখলকৃত বা ক্রয়কৃত মাল বা ধন বোঝায়; ‘মাতা’ শব্দটি কোনো অবস্থাতেই, কোনো অর্থেই ‘মানুষ’ হয় না, হতে পারে না। আধুনিক যুগের তথাকথিত শিক্ষিত-ধুরন্ধর মুসলিমগণ সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ‘মাতা’ শব্দের ইসলামি পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন ‘অমূল্য সম্পদ’। ‘সতী নারী’ বলতে কি বোঝায় আর নারীর সতীত্বই বা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়? সতী নারীর প্রতি সকল ধর্মেরই প্রবল আগ্রহ লক্ষণীয়। ধর্মের দৃষ্টিতে সতী মানে সৎ চরিত্রের অধিকারী নয়; সতী বলতে অক্ষত যোনি বা যে নারীকে পূর্বে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি বোঝায়। বিবেককে ধোঁকা দিয়ে অনেক মুসলমান বলেন কোরানের বহু শব্দই না-কী রূপক অর্থে ব্যবহৃত। মানুষের কাছে ‘যুক্তিহীন অগ্রহণযোগ্য কথা’, গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মূলত ইসলামি পরিভাষা, রূপক, ভাবার্থক এসব বলা হয়। কোরান যদি হয় আল্লাহর বাণী, হাদিস যদি হয় আল্লাহর অনুমোদিত কথা, তবে ভাষা কেন হবে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য? মা তার সন্তানকে বলতে পারেন, ‘আমার সোনা-মণি, আমার মানিক-ধন।’ মায়ের ভালবাসায় কোনো শর্ত নেই, কোনো বিনিময় মূল্য নেই; অথচ আমাদের দয়াল নবী মুহাম্মদের কাছে নারী নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয় আর তা শ্রেষ্ঠ হয় ‘সতী’ শর্ত সাপেক্ষে। হাদিসে নবীজি বলেন : (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস হতে বর্ণিত) “আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাসী তোমাদের যারা দাসী খরিদ করে বিবাহ করতে চায়, তারা যেন এই বলে দোয়া করে, ‘হে প্রভু এই মহিলাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, সে যেন আমার জন্য উপকারী হয়, তার মধ্যে যেন ভাল গুণ থাকে।’ আর এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন উট খরিদ করবে।” (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৫৫)। আমাদের বাংলাদেশের কোনো পয়গম্বর হলে হয়তো বলতেন, ‘এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন গাভী খরিদ করবে।’

নারীকে ভোগের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিষ্কার, ‘পুরুষ যখন যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ করবে।’ সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ, এখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ। পুরুষের লিঙ্গ জীবন্ত-সক্রিয় আর নারীর যোনি প্রাণহীন আবাদভূমি। চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছেমত যখন-তখন। নারীর যোনি যে পুরুষের চাষক্ষেত্র, এ ব্যাপারে ভগবান মনুর সাথে নবীজি মুহাম্মদের মতের মিল আছে, কোরানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো।” (সূরা ২, বাকারা, আয়াত ২২৩)। এই আয়াতের পটভূমি সম্পর্কে জানা যায় একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন সদ্য বিবাহিত আনসারিদের এক মহিলা। মোহাজিরিগণ যখন মদিনায় আসেন তন্মধ্যে একজন মোহাজিরি এক আনসারি (মদিনাবাসী মুসলিম) মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ মহিলা পূর্বে ইহুদিদের সাথে বসবাস করতেন বিধায় ইহুদিদের সঙ্গম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। কোরায়েশ বংশীয় স্বামী যখন তার সাথে তার পেছন দিক থেকে সঙ্গম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন মহিলাটি এই বলে প্রতিবাদ করলো : “আমি উপুড় হয়ে শুইতে যাবো না, তোমার পছন্দ না হয় বিছানা ত্যাগ করতে পারো।” সমস্যাটার সংবাদ আল্লাহর রসুলের কান পর্যন্ত পৌঁছিল। নবীজি কোরানের বাণী দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করে দিলেন। আর স্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো, কোনো অবস্থাতেই স্বামীগণ যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে না যায়। কারণ হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : আল্লাহর রসুল বলেছেন, যখন একজন স্বামী সঙ্গম করার জন্য তার স্ত্রীকে আহ্বান করেন, তখন সে স্ত্রী যদি বিছানায় না এসে অন্যত্র রাত কাটায় ফেরেশ্তারা ঐ নারীকে সমস্ত রজনী অভিশাপ দিতে থাকেন। (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ২০, বুক ৮, নম্বর ৩৩৬৬)। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা ২, বাকারা, আয়াত ২২২)। তবে বলেছেন : “কেউ যদি ঐ সময় তা থেকে বিরত না থাকতে পারে, তাহলে সে যেন এক মুঠো খেজুর দান করে অথবা একজন ভিক্ষুক খাওয়ায়।” (দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ শরিফ, বুক ১১, নম্বর ২১৬৪)। ভিক্ষুক খাওয়ানো অথবা এক মুঠো খেজুর দান করার মধ্যে বেচারী স্ত্রীর লাভ-ক্ষতি মোটেই বুঝা গেলো না। এদিকে মিশকাত শরিফে পাই, রজঃস্রা স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ সঙ্গম করলে, তাকে এই কাজের জন্য এক দিরহাম সদকা দিতে হবে। রক্তের রঙ কিছুটা হলদে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্ধদিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার! (দ্রষ্টব্য : মিশকাত শরিফ, ৫৫৩-৫৫৪)।

যাহোক, এতোক্ষণ গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করে আমরা ‘নারী’ বিষয়ে এই শিক্ষা পেলাম যে, নারী পুরুষের উপভোগ্য ‘সম্পদ’ বই কিছু নয় (মুহাম্মদ) এবং নারীগণ কেবলই মিথ্যা পদার্থ (মনু)।

[তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য](#)